বাজেট
২০২৪-২০২৫

ডিজিটাল বাংলাদেশ দৃশ্যমান
লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

বিভাগভিত্তিক কার্যক্রমের বিবরণ

প্রশাসন বিভাগ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশাসনিক কাজ এ বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত, জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর প্রেরণ, নগর পরিষদের সাধারণ মাসিক সভা আয়োজন, নগর উন্নয়ন সমন্বয় (CDCC) সভা বাস্তবায়ন, সরকার ঘোষিত সকল জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব যথাযথ মর্যাদায় পালন, সরকার কর্তৃক চাহিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ, নগরবাসীর সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সেবা ফরম (নাগরিক সনদ, উত্তরাধিকার সনদ) সরবরাহ, শর্ত সাপেক্ষে শহীদ মিনার প্রাঙ্গন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান ও আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার ও মিলনায়তন ব্যবহারের অনুমতিসহ বিভিন্ন সভা আয়োজনের অনুমতি প্রদান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন হতে বালক/বালিকা ফুটবল টিম গঠন করে প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণসহ বিভিন্ন ক্লাবকে আর্থিক সহায়তা করার বিষয়ে কাজ করে থাকে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন, পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বিবেচনায় পদোন্নতি ও পুরস্কৃত করা হয় এবং অদক্ষদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো এবং পরবর্তীতে ঢাকা ওয়াসা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর হওয়ার পর অনেক জনবল সংকট নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে সম্প্রতি স্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে ৫২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ০৯ জন কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ভিশন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার বিনির্মাণে ও সেবা সহজীকরণ করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সকল ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

আইন শাখা : সাবেক নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা (২০০৩) থেকে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭৪টি মামলা বিচারাধীন ছিল। এর মধ্যে সাবেক নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার পক্ষে ৫টি মামলার রায়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে ৭১টি মামলায় রায় এবং ১০টি মামলার রায় সিটি কর্পোরেশনের বিপক্ষে হয়। বর্তমানে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৮৮টি। অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে প্রায় ২৮ একর ৩৪ শতাংশ ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।

শিক্ষা : সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত এবং কার্যকর শিখন-শেখানো পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কলরব কিন্ডারগার্টেন (ওয়ার্ড নং-১৬), লালমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ওয়ার্ড নং-২৩), একরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ওয়ার্ড নং-২৩) ও সোনাকান্দা প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় (ওয়ার্ড নং-২১) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১৫নং ওয়ার্ডে অপরাজিতা নগর বিদ্যালয় এবং ও কদমশরীফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ চলমান আছে। স্কুল নির্মাণের ফলে স্থানীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে, স্থানীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, এলাকায় শিক্ষার হার ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ হতে 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী।

২৬ মার্চ 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪' উদযাপনের অংশ হিসেবে নগরীর ২নং রেলগেটস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে ২নং রেল গেইট সংলগ্ন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এনসিসি'র মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ এ ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে এনসিসি'র মাননীয় মেয়রের পক্ষ থেকে সম্মানিত কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহান বিজয় দিবস-২০২৩ এ এনসিসি'র মাননীয় মেয়রের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে সম্মানিত কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠান

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় মেয়র।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় মেয়র।

মাননীয় মেয়রের সভাপতিত্বে নগর উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (CDCC) এর সভা।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা

সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র (C4C) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাকক্ষে ২০২০-২০৩০ বাস্তবায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজস্ব বিভাগ

স্থানীয় সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য জনগণকে সেবা প্রদান করা। এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় রাজস্বের অন্যতম উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স। গত অর্থবছরে এ খাতে মোট দাবী ছিল ৯৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৩৯ টাকা, তন্মধ্যে আদায় হয়েছে ৫১ কোটি ২৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৬১৪ টাকা, বকেয়া রয়েছে ৪৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩২৫ টাকা। আদায়ের হার ৫২.১৭%। গত বছরের তুলনায় ১৪% বেশী।

সিটি কর্পোরেশন করারোপন বিধিমালা, ১৯৮৬ অনুযায়ী ও আদর্শ কর তফসিল মোতাবেক প্রতি ৫ বছর পর পর পঞ্চবার্ষিক এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হোল্ডিং সমূহের স্থাপনার মূল্যায়ন ও পৌরকর নির্ধারণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল অঞ্চলে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২০১১ সালের PWD Rate-কে ভিত্তি ধরে সিটি পরিষদ কর্তৃক সহনীয় হারে প্রথম বার এবং একই হারে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দ্বিতীয় বার স্থাপনার মূল্যায়ন ও পৌরকর নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, PWD Rate অনুসারে যেখানে প্রতি বর্গফুট মূল্যায়ন ৩০ টাকা হয়, সেখানে ১১ টাকা মূল্যায়ন ধরে তার উপর ২২% হারে পৌরকর নির্ধারণ করা হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলেও ঐ একই হারে ২০১৫-২০১৬ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থাপনার মূল্যায়ন ও পৌরকর নির্ধারণ করা হয়। স্থাপনার নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় PWD Rate প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দীর্ঘ ১০ বছর পর সে অনুযায়ী সিটি পরিষদ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতে সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল অঞ্চলের স্থাপনার মূল্যায়ন করা হয়েছে। বর্তমান PWD Rate অনুসারে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যেখানে প্রতি বর্গফুট মূল্যায়ন ১০০ টাকা হয়, সেখানে ২২ টাকা মূল্যায়ন ধরে তার উপর পূর্বের ধার্যকৃত ২২% পৌরকর এর স্থলে ১৭% হারে পৌরকর নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, নগরবাসীর আর্থিক সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ছাড়ের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল মোতাবেক স্থাপনার ভাড়া ভিত্তিক মূল্যায়নের উপর পৌরকর ধার্য করে থাকে। সে তুলনায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর সুবিধার্থে শুধুমাত্র স্থাপনার উপর পৌর কর ধার্য করা হয়েছে বিধায় পৌরকর অনেকাংশে কম।

নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সীমিত আয়ের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। এরপরও নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণকল্পে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত আছে। দাতা সংস্থার অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজস্ব আয় বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায় উন্নিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। রাজস্ব আদায় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নিত করতে না পারলে দাতা সংস্থা হতে বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সকল নগরবাসীকে যথাসময়ে কর পরিশোধের জন্য আহ্বান করছি। নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে আরও বেশি নিজস্ব অর্থের উৎস সৃষ্টি করতে হবে।

সম্পত্তি

সিটি কর্পোরেশনের ০৩ (তিন)টি অঞ্চলে নিজস্ব মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩২৩.৮০৮২ একর। এছাড়া কদমরসুল অঞ্চলে ৬৬.১৭৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে আধুনিক ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণের জন্য ২৩.২৯ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ায় সেখানে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ পরিবেশবান্ধব সামগ্রী উৎপাদন করা হবে। নাগরিক সুবিধা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সকল ভূমিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন, বিনোদন পার্ক,

রাস্তা-ঘাট ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, জলাধার সংরক্ষণের জন্য পুকুর ও খাল পুনঃখনন, পাড় বাঁধাই ও সৌন্দর্যবর্ধনসহ নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

লাইসেন্স শাখা

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অংশীদার হিসেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত (৩০/০৬/২০২৪) অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ১৫৯৮৭টি। অনলাইনে পানির বিল, হোল্ডিং ট্যাক্স, বিভিন্ন প্রকার সনদ প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান। শীঘ্রই নগরবাসী এর সুফল পাবে। সিটি কর্পোরেশনে নিজস্ব সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/nagarbhaban) এবং ইউটিউব চ্যানেল (https://www.youtube.com/narayan ganjcitycorporation) নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাজস্ব আদায় অভিযান

বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাজস্ব আদায় অভিযান

পানি সরবরাহ বিভাগ

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকা ওয়াসার নারায়ণগঞ্জ মড্স অঞ্চলের পানি সরবরাহ কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করে। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহের লাইনসমূহ অতি পুরাতন, যার ফলে প্রায়শই পানি সরবরাহ লাইনে ফাটল সৃষ্টি করে ময়লা প্রবেশ করে পানি দূষিত হয়। তাছাড়া অবৈধ সংযোগ আর সিস্টেম লসের কারণে সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

পানি সরবরাহ কার্যক্রম হস্তান্তরের সময় (৩১ অক্টোবর ২০১৯) মোট রাজস্ব বকেয়া ছিল ১৫ কোটি ২১ লক্ষ ১২ হাজার ৮১৯। নারায়ণগঞ্জ মড্স এর মাসিক রাজস্ব আয় ছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা (প্রায়) এবং ব্যয় ছিল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা (প্রায়)। মাসিক মোট ভর্তুকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৩ লক্ষ টাকা। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রায় ৪ মাস পানির বিল আদায় কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তথাপিও সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর মধ্যে পানি সরবরাহ কার্যক্রম সচল রেখেছে। বর্তমানে পানির বিল বাবদ ৩৩ কোটি ৬২ লক্ষ ০৬ হাজার ৩৭৮ টাকা বকেয়া আছে। পূর্বের তুলনায় গভীর নলকূপ নবায়ন ফি অনেক হ্রাস করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক যথাসময়ে গভীর নলকূপ অনুমোদন নেননি। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত বকেয়া বিলের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ যাবৎ প্রায় ২০০০ হাজার অবৈধ লাইন বৈধ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভর্তুকি সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়া হয়।

নারায়ণগঞ্জ গ্রিন এন্ড রেজিলায়েন্ট আরবার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এনজিআরইউডিপি)

২০১৯ সালে ঢাকা ওয়াসা, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহ কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়। তৎকালীন সময় থেকে এই অঞ্চলে পরিমাণগত ও গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে নগরবাসীর অনেক ভোগান্তির পাশাপাশি সঞ্চালন লাইনে লিকেজের কারণে প্রচুর পরিমাণ Non Revenue Water (NRW) বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্ণিত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ২০২০ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় প্রায় ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে "আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি ফর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পে বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে Feasibility Study Report-এর ভিত্তিতে ড্রইং-ডিজাইন এবং ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, ফারাক সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সামর্থ্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "নারায়ণগঞ্জ গ্রিন এন্ড রেজিলায়েন্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এনজিআরইউডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি অনুমোদিত হলে এ প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থ বছর থেকে আগামী ২০৩১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সঞ্চালন ও বিতরণ

পাইপলাইনে সর্বদা প্রয়োজনীয় পানির চাপ বজায় রেখে নগরবাসীকে সার্বক্ষণিক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে এবং পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হবে। এর ফলে Non Revenue Water (NRW) অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়াও পাবলিক পার্ক নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ করে নগরবাসীকে মনোরম পরিবেশ প্রদান এবং খেলাধুলা ও বিনোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং ডিজিটালাইজেনের মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নতিকরণ করা হবে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং Drinkwell এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঘনবসতিপূর্ণ নারায়ণগঞ্জ নগরীতে প্রায় ২০ লক্ষের অধিক লোকের বসবাস এবং এখানে গড়ে প্রতিদিন ১২ কোটি লিটার পানির চাহিদা রয়েছে। নগরবাসীর দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ নিরসন এবং সবার জন্য নিরাপদ, সুপেয় এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পানি সরবরাহের জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং Drinkwell এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় প্রথাগত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে নতুন করে ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান এবং পাম্প এর মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা হবে যা পরবর্তীতে পরিশোধনের পর নগরবাসী সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পারবে। তদুপরি পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী কার্যক্রম চলমান। যার মাধ্যমে ইতিমধ্যে নগরবাসী ক্রমান্বয়ে সুপেয় পানির সুবিধা পাচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসুচি

সিটি পর্যায়ে Multi Sectoral Nutrition Coordination Committee গঠনের মাধ্যমে শহরে সমন্বিতভাবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের আওতায় ১১৫ জন বর্জ্য সংগ্রহকারী সহ ১৫০০০ দরিদ্র ও ৭০০ হতদরিদ্র পরিবারকে ১৬৬৪৩ হটলাইন নম্বরে (ডাক্তার ভাই) কল করে ২৪/৭ স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ গ্রহণের পাশাপাশি নগরের ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ মোট ১৪টি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা (ওপিডি এবং আইপিডি) যেমন চিকিৎসা, ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও বীমা সুবিধা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে; স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ তৃণমূল পর্যায়ের গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য ১৪ জন স্যোসিও ইকোনমিক ও নিউট্রিশন ফ্যাসিলিটেটর মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে।
- কমিউনিটি পর্যায়ে সাধারণ সদস্যদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক দলীয় সেশন চলমান রয়েছে।
- ৪৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ জন মা ও ২৪ মাস বয়সী শিশুকে পুষ্টি চাহিদা পুরণের জন্য ফুট বাস্কেট ও পাশাপাশি ওজন, উচ্চতা, মুয়াক, ব্লাড প্রেসার মাপার সেবা দেয়া হয়েছে।
- মহিলা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন মা ও শিশু সহায়তা বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিমাসে ১৩৫ জন গর্ভবতী মাকে ৩ বছরের জন্য মনোনীত করা হয়। এক্ষেত্রে গর্ভবতী মা প্রতিমাসে পুষ্টির জন্য ৮০০ টাকা বরাদ্দ প্রাপ্ত হন।

জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী এইচপিভি টিকা কর্মসূচী

বৈশ্বিকভাবে সাধারণত নারীরা যে সকল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে তার মধ্যে জরায়ুমখ ক্যান্সার চতুর্থ সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০২০ সালের তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী (GLOBOCAN, 2020) প্রতিবছর বিশ্বে ছয় লক্ষাধিক নারী জরায়ুরমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, যার প্রায় তিন লক্ষ মৃত্যুবরণ করেন। এর প্রায় ৯০% মৃত্যুই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এ রোগে আক্রান্ত হন। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি নারীর জরায়ুরমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষে এইচপিভি টিকাদানের মাধ্যমে এ বছর নগরীর ৩৫৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীর ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় ৩০০০ জন স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে ৩ টি স্থায়ী কেন্দ্রে ও ১৪৫ টি অস্থায়ী কেন্দ্রে কমিউনিটি পর্যায়ে টিকা প্রদান করা হয়েছে। এইচপিভি টিকাদানের নিশ্চিত করার ফলে নারীদের জরায়ুরমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ ও ক্যান্সারজনিত মৃত্যু হ্রাস পাবে।

নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০২টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ০১টি নগর মাতৃসদনে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। সেবার

মান বৃদ্ধিকল্পে ও স্বল্প খরচে সকল ধরনের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য ২টি অত্যাধুনিক ডিজিটাল এনালাইজার মেশিন, ২টি থ্রিডি আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন ও প্রিন্টারসহ ৪টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এপ্রিল, ২০২৩-এ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১ ও নগর মাতৃসদনে ২টি হরমোন এনালাইজার মেশিন প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্যসেবা সমূহ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ০১/০১/২০২৪ তারিখ হতে মাত্র ১০০ টাকায় রোগীদের আউটডোর সেবা ও স্বল্পমূল্যে ল্যাবসেবা ও আলট্রাসাউন্ট সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

১. স্বাস্থ্য সেবাসমূহগর্ভকালীন সেবা
২. গর্ভপরবর্তী সেবা
৩. নরমাল ডেলিভারি
৪. নবজাতক শিশু স্বাস্থ্যসেবা
৫. ইপিআই সেবা
৬. পরিবার-পরিকল্পনা সেবা
৭. এমআর-ডিএন্ডসি
৮. প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা
৯. কিশোর-কিশোরী সেবা
১০.আল্ট্রাসনোগ্রাম (৫০% কম মূল্যে) ২৪ ঘণ্টা
১১.ল্যাবরেটরি পরীক্ষা (৫০% কম মূল্যে) ১০% কম মূল্যে ঔষধ সেবা
১২.২৪ ঘণ্টা এম্বুলেন্স সেবা

NCC-SBF কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কিডনি রোগীদের দোড়গোড়ায় ডায়ালাইসিস সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য নগরীর কিডনী জটিলতায় আক্রান্ত রোগীদের স্বল্প খরচে মানসম্পন্ন ডায়ালাইসিস সেবা ও প্যাথলজিক্যাল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে দেওভোগস্থ এনসিসি'র নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে প্রতিষ্ঠান শুরু হওয়ার পর সকাল ৮.০০টা থেকে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত সেবা কার্যক্রম চলমান। একদিনে ৩ শিফটে মোট ১৫টি মেশিন, ২টি ই-মেশিন, ১৩টি নেভেটিভ মেশিন দিয়ে এ পর্যন্ত ৩৫০ জন রোগীর ১৪,০৯৬টি ডায়ালাইসিস সম্পন্ন হয়েছে। এখন প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা ১০০+জন, সপ্তাহে ১৮০+জন এবং মাসে ৭২০+জন। ভবিষ্যতে এ সেবা আরও সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

নার্সিং কলেজ স্থাপনের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

২১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর মাতৃসদন হাসপাতালে আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং আবাসন ব্যবস্থা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং কলেজ স্থাপন বিষয়ে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে নার্সিং কলেজের কার্যক্রম শুরু হবে আশা করা যায়।

এমএসিপি (UNICEF)

নগরীর ৩টি অঞ্চলের ২৭টি ওয়ার্ডে চলমান স্বাস্থ্যসেবা ও ইপিআই কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় জনবল ও টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ইউনিসেফ বাংলাদেশের অর্থায়নে MACP প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২১ জন টিকাদানকারী, ৮ জন প্যারামেডিক, ৯ জন টিকাদান সুপারভাইজার, ৯ জন পোর্টার ও ৩ জন আইটি পারসন ২৭টি ওয়ার্ডে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের আওতায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিকে (ইপিআই) আর ফলপ্রসু ও বেগবান করার লক্ষ্যে ইমিউনাইজেশন ই-ট্র্যাকার শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। UNICEF নগরীর স্বাস্থ্যসেবা ও ইপিআই কাজের মানোন্নয়নে প্রতি তিন মাস অন্তর জিও, এনজিএ সমন্বয় সভা অব্যাহত রাখছে। এছাড়াও গত মার্চ ২০২৩ এ নগরীর ২৭ ওয়ার্ডে লোক সংগীত ও নাটিকার মাধ্যমে ইপিআই কার্যক্রম জোরদার করেছে। প্রকল্প সহায়তায় নগরীর ইপিআই কার্যক্রমে অনলাইন মাইক্রোপ্লান ও ই-ট্রেকিং সিস্টেম চলমান। যা বাংলাদেশের মধ্যে অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত। ২০২৪ জুন মাসে লোকসঙ্গীত ও নাটিকা আয়োজন করা হবে।

আলো ক্লিনিক (UNICEF)

UNICEF এর অর্থায়নে ও PHD নামক এনজিও এর সহায়তায় সকল নাগরিকসহ বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষগণ টাকার অভাবে সেবা নিতে পারছেনা এবং যারা কলকারখানা কিংবা গার্মেন্টসে কাজ করেন তারা রাতের বেলা ডাক্তার দেখাতে পারেননা। এই সকল লোকদের কথা চিন্তা করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারয়ণগঞ্জ নগরীর ১৫নং ওয়ার্ডে মহিম গাঙ্গুলী রোড, পদ্ম সিটি প্লাজা-৩, মিনা বাজার, টানবাজারে 'আলো ক্লিনিক' স্থাপন করা হয়েছে। এ সেবার মাধ্যমে জটিল রোগীকে কাউন্সিলিং করে কাছাকাছি হাসপাতালগুলিতে রেফার করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে ওজন, উচ্চতা, ব্লাড প্রেশার, শিশুর জিএমপি, মুয়াক এবং রোগীর প্রেসক্রিপশন করা হচ্ছে এবং সকল তথ্য অনলাইনে রেকর্ড থাকছে। এখানে সকল নাগরিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবাসহ প্রয়োজনীয় ৯ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয় এবং ২৩ ধরনের ঔষধ সরবরাহ করা হয়। প্রতিদিন ১৮০ থেকে ২০০ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মমতাময় নারায়ণগঞ্জ

২০১৮ সালের এপ্রিলে UK Aid এর সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ নগরীর দুঃস্থ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও মানবিক সাহায্য দেয়ার উদ্দেশ্যে মমতাময় নারায়ণগঞ্জ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে । বর্তমানে WHPC (World Wide Hospis Palliative Care Alliance) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) ও আয়াৎ এডুকেশন গত এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নসহ চলমান রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে নগরীর ১৬টি ওয়ার্ডে গরীব ও দুঃস্থদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, ঔষধ ও ফুড প্যাক সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-৩, দেওভোগ-এ বহির্বিভাগ সেবা চালু আছে।

ডেঙ্গু বিস্তার রোধে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে এডভোকেসি ও পরিকল্পনা সভা।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৩৪০টি টিকাদান কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

মমতাময় নারায়ণগঞ্জ
এর

মমতাময় নারায়ণগঞ্জ
এর চিকিৎসা সেবা ও
মানবিক কার্যক্রম

আলো ক্লিনিক এর
ঔষধ বিতরণ কার্যক্রমের
শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এবং এনসিসি পরিচালিত কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার বর্ধিতকরণ ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের কার্যক্রম সম্পর্কিত মতবিনিময় সভা

জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি।

জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সাধারণত বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার প্রজনন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এডিস মশার কামড়েই ডেঙ্গু নামক ভাইরাস জনিত জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমানে কোভিড-১৯ সংক্রমনের চেয়েও ডেঙ্গু সংক্রমনে মৃত্যুর হার বেশী। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/স্কুল/কলেজে জনসচেতনতামূলক সেমিনার/ আলোচনা সভা আয়োজনসহ লিফলেট বিতরণ, মসজিদে জুমার খুতবা ও অন্যান্য নামাজের সময় ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার, বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিতরণসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, ওয়ার্ড পর্যায়ে দর্শনীয় স্থানসমূহে ফেস্টুন স্থাপন, ক্রাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছাদ বাগান, নির্মাণাধীন ও পরিত্যক্ত ভবনে অভিযান পরিচালনা, পরিত্যক্ত স্থান ও ঝোঁপ জঙ্গল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। নগরীর অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ০১-২৭ নং ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে প্রতি ওয়ার্ডে ০৫ জন করে মশক নিধন কর্মীর সমন্বয়ে প্রতিদিন সকালে মশার কীটনাশক/ঔষধ Larvicide এবং Lite Diesel Oil (L.D.O) হ্যান্ড স্প্রে মেশিন দ্বারা ছিটানো হয়ে থাকে। ফলে এডিশ মশা, কিউলেক্স মশা, অ্যানোফিলিসসহ অন্যান্য মশার লার্ভা উৎপত্তিস্থলেই ধ্বংস করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের মশক কর্মীদের দ্বারা ফগজেনারেটর (ফগার) মেশিনের সাহায্যে বিকেল/সন্ধ্যায় Adulticide (Redy to use for fogger) কীটনাশক/ঔষধ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে ছিটানো হয়ে থাকে। নতুন প্রযুক্তি মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য ২৭ টি ওয়ার্ডে "ওয়েল বল" প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়াও ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট কুইক রেসপন্স টিম (মশক নিধন কর্মী) প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকা/ওয়ার্ড সমূহে তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে কুইক রেসপন্স টিম (মশক নিধন কর্মী) টিমের সদস্যদের দ্বারা পূর্বেও ন্যায় চিরুনি অভিযানের মাধ্যমে মশক নিধন অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। মশক নিধন কার্যক্রমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে Adulticide/Larvicide ক্রয়, LDO ক্রয়, ফগার মেশিনের জ্বালানি বাবদ ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৯৪ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২৭টি ওয়ার্ডে মোট ১৪৬ জন মশক নিধন কর্মী মশক নিধন ও মশার বংশ বিস্তার রোধে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। মশক নিধন কর্মীদের পারিশ্রমিক বাবদ বছরে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নারায়ণগঞ্জ নগরীর মেডিক্যাল বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২৭ জুলাই, ২০২২ তারিখ জালকুড়িতে অবস্থিত Incineration Plant উদ্বোধন করা হয়। এটি একটি গ্রিন প্রকল্প। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে নগরীর হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পটি পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে। এই কার্যক্রমে প্রতিদিন ৫০০ কেজির ২ টি ব্যাচে প্রায় ১ টন বর্জ্য ভষ্মীভূত করে ৫০ কেজি ছাই উৎপন্ন করে সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পটি সোলার বিদ্যুতের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে প্রদান করা হবে ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরনের ক্ষতিকর নিঃসরণ হবে না। ফলে নগরীর বায়ু থাকবে নির্মল।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৩টি অঞ্চলে প্রায় ২০ লক্ষাধিক লোক বসবাস করে। প্রতিটি মানুষ

প্রতিদিন গড়ে ০.৫ (আধা) কেজি ময়লা-আবর্জনা উৎপন্ন করে। এর ফলে নগরীতে প্রতিদিন প্রায় ১০০০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১১৪২ জন পরিচ্ছন্নকর্মী প্রতিদিন এই বর্জ্য অপসারণের কাজে নিয়োজিত আছে। ৩৩টি গার্বেজ ট্রাক, কমপেক্ট ট্রাক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোডার, এক্সকেভেটর, বুলডোজার, হ্যান্ড ট্রলি ও ভ্যান গাড়ির সাহায্যে নিয়মিত এ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কটি/পোষাক, গামবুট, রেইনকোট, হ্যান্ড গ্লাবস ও আইডি কার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত কর্মীদের পারিশ্রমিক বাবদ বছরে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয় বাবদ ৮৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৩৪ টাকা, পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের জ্বালানী ও মেরামত বাবদ ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭৬ টাকা এবং নর্দমা (ড্রেন) পরিষ্কার বাবদ ১ কোটি ২৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৯৬ টাকা সর্বমোট ১৫ কোটি ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬০৬ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৫নং ওয়ার্ডে দিনের বেলা দৃশ্যমান বর্জ্য শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার কার্যক্রম ও অধিক প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতামূলক র‍্যালি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

পরিবেশ রক্ষার্থে রিসাইক্লিং উদ্যোক্তাদের উপার্জন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে প্লাস্টিক বাজারের সূচনা।

প্লাস্টিক বর্জ্য এবং এর নিরাপদ নিষ্পত্তি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫নং ওয়ার্ডে মডেল বর্জ্য বিন স্থাপন।

২৭টি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'ওয়েব বল' এবং স্প্রে দিয়ে মশার উৎপত্তি স্থল বদ্ধ জলাশয়ে মশার ডিম ও মশা উভয় নিধন করা হচ্ছে।